



125909 - যদি কোনেও কোম্পানি তার কাস্টমারকে rent-to-own চুক্তির মাধ্যমে গাড়ি বা স্থাবর সম্পত্তি ভাড়া দিয়ে

প্রশ্ন

আমাদের তউনশিয়ায় এমন কিছু কোম্পানি ছড়িয়ে পড়ছে যগুলো নিজদেরকে rent-to-own কোম্পানি বলে পরিচয় দিয়ে। এগুলোর মূল সেবা হল কাস্টমার যবে পণ্যটা (গাড়ি বা জমি) চায় সেটা ক্রয় করে কোম্পানির নামে রেজিস্ট্রেশন করা, তারপর পূর্ব-নির্ধারণিত একটা মূল্যে একটা নির্দিষ্ট ময়াদরে চুক্তিতে সেটা কাস্টমার ভাড়া দেওয়া। ময়াদ অতিক্রম হলে সেটা বিক্রিতে পর্যবেক্ষিত হবে। উল্লেখ্য, ঐ কোম্পানি এই জনসিগুলোতে লাভ করে এবং যিনি ভাড়া নিয়েছেন তিনি নিজ হাতে মূল্য হস্তগত করেন না। বরং কোম্পানি নিজের নামে পণ্য কনিবে। কাস্টমার কর্তৃক ভাড়ার চুক্তিতে উল্লেখিত শেষে কিস্তি পরিশোধের আগে এর মালিকানা তার নামে হস্তান্তর করা হয় না। এ ধরনের কোনোচো কি হালাল? নাকি এটা হুদুমবেশেধারী সুদরে অন্তর্ভুক্ত হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি যে লেনদেনের কথা উল্লেখ করছেন সেটা ‘মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে সমাপ্ত ভাড়া’ (rent-to-own) এর অন্তর্ভুক্ত। এর কিছু জায়জে রূপ আছে; আর কিছু হারাম রূপ আছে।

উদাহরণস্বরূপ কোম্পানি যদি গাড়িটা কাস্টমারকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাড়া দিয়ে, তারপর কোন নতুন ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তি ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়িটা কাস্টমারের মালিকানা স্থানান্তরিত হয়, অর্থাৎ সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভাড়ার চুক্তিটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রয়ের চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়; তাহলে লেনদেনের এই রূপটা হারাম।

অনুরূপভাবে কোম্পানি যদি কর্মচারীর সাথে ভাড়ার চুক্তি করে এবং একই সময়ে বিক্রয়ের চুক্তি করে; তাহলে এটাও জায়জে হবে না। কারণ একই পণ্যের ওপর একই সময়ে পরস্পর বিরোধী দুটি চুক্তি একত্রিত হতে পারে না।

জায়জে লেনদেনের রূপগুলোর মধ্যে রয়েছে:

ভাড়ার চুক্তির সাথে বিক্রয়ের ওয়াদা দেয়া। ভাড়া শেষে হলে দুই পক্ষ একটা মূল্যের ব্যাপারে সম্মত হলে পৌঁছে বিক্রয়ের চুক্তি করবে। এটা জায়জে।



আরকেটি রূপ হলো: ভাড়ার চুক্তির সাথে বস্তুটা (যেমন: গাড়ী) উপহার হিসেবে প্রদান করার একটা চুক্তি করা; তবে পূর্ণ ভাড়া পরিশোধ করার শর্তে উপহারের চুক্তিকে ঝুলিয়ে রাখা হবে কিংবা পূর্ণ ভাড়া পরিশোধ করার পর উপহার দেওয়ার ওয়াদা থাকবে। এটাও জায়যে।

সকল জায়যে রূপের ক্ষেত্রে শর্ত হলো: ভাড়াপ্রদান আসল হওয়া; বক্রিয়কে আড়ালকারী না হওয়া। ভাড়ার ক্ষেত্রে ভাড়া-প্রদত্ত পণ্য তথা গাড়ী বা স্থাবর সম্পত্তির যেকোনো ক্ষতিপূরণের দায় ভাড়া প্রদানকারীর (কোম্পানির) ওপর বর্তায়; ভাড়াটিয়ার ওপর নয়। অনুরূপভাবে ভাড়া চলাকালীন রক্ষণাবেক্ষণের খরচপাত ভাড়া প্রদানকারী ওপর; ভাড়াটিয়ার ওপর নয়। এটাই বক্রিয়ের সাথে ভাড়ার ভিন্নতা। কারণ বক্রিয় চুক্তির ক্ষেত্রে পণ্যের ক্ষতিপূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায় ক্রতোর উপর। যহেতু বক্রিয় চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথে ক্রতো পণ্যের মালিক হয়ে যায়।

‘আল-মাওসুয়াতুল ফকিহিয়া আল-কুয়াইতিয়া’-তে (১/২৮৬) এসছে:

“ভাড়াপ্রদত্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ভাড়াটিয়া কর্তৃক বহন করার শর্তারোপ করা জায়যে নহে। কনেনা এতে করে ভাড়ার পরিমাণ অস্পষ্ট হয়ে যায়। চার মাসহাবরে ঐকমত্যে উক্ত শর্ত করার মাধ্যমে ভাড়াচুক্তি বাতলি হয়ে যায়।”[সমাপ্ত]

‘মালকিনার মাধ্যমে সমাপ্ত ভাড়া’-র জায়যে ও হারাম রূপগুলোর বিবরণ দিয়ে ইসলামী ফকিহ একাডেমি একটা সন্ধিধান্ত প্রকাশ করেছে। ইতিপূর্বে 97625 নম্বর প্রশ্নোত্তরে আমরা সটে উল্লেখ করেছি।

কোম্পানি যদি অগ্রিম ডাউন পমেন্টের শর্ত করে যা মূল ভাড়া থেকে কাটা যাবে; তাতে সমস্যা নহে। কিন্তু ভাড়াগ্রহীতা ভাড়ার ময়াদ পূর্ণ না করার ক্ষেত্রে কোম্পানি ডাউন পমেন্ট হস্তগত করা জায়যে নয়। তবে ভাড়ার যতটুকু ময়াদ অবশিষ্ট আছে ততটুকুর অংশ ছাড়া।

আমাদের উপদশে হচ্ছে আপনি ঐ কোম্পানির চুক্তিপত্রের একটা কপি নিয়ে সটে বিশেষজ্ঞ আলমেদের কাছে পশে করবেন।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।